NANDAN
WEST BENGAL FILM CENTRE
LIBRARY
707
1954

আসিতেছে ★

অভি ভট্টাচার্য্য
মধুবালা
জায়গীরদার
ললিতাপাওয়ার
ডেভিড
প্রভৃতি
অভিনীত

রমেশ মুখুঁজ্জে প্রোডাকসান্স
বড়ে লোগ
হিন্দী

পরিচালনা:- নীতিন বোস
সঙ্গীত:- শচীণদেব বর্ম্মন

পরিবেশক : মল্লিক ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স
(কলিকাতা সহর ব্যতীত পশ্চিম বাংলা ও উড়িষ্যার সর্ব্বত্র)

মল্লিক ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স, ১৭৯।১এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত। জুবিলী প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।

টেকনিসিয়ানস্ ষ্টুডিওর নিবেদন

নরমেধ যজ্ঞ

প্রযোজনা
যৌথশিল্পী

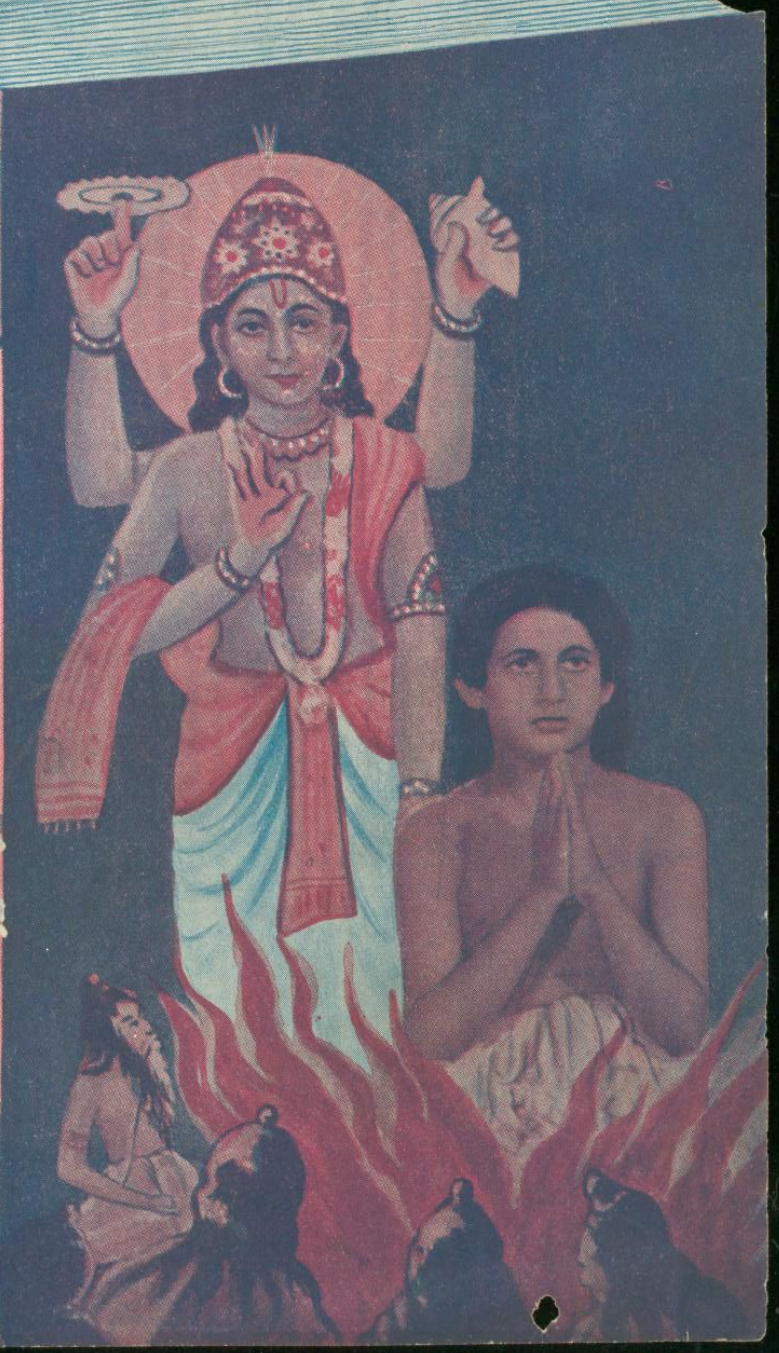

টেকনিশিয়ান্‌স্ ষ্টুডিওস্ লিমিটেডের তত্ত্বাবধানে

যৌথশিল্পীর নিবেদন

নরমেধ যজ্ঞ

প্রযোজনা : লালমোহন দত্ত।

আলোক চিত্র : রামানন্দ সেনগুপ্ত, দীনেন্দ্র গুপ্ত, জগমোহন মেহরোত্রা, সৌমেন্দু রায়।

শব্দগ্রহণ ও পুণরানুলেখন : সত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাদাস মিত্র, দেবেশ কুমার ঘোষ।

দৃশ্য এবং পরিচ্ছদ পরিকল্পনা ও নির্দ্দেশ : দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, সুবোধ দাস, কৃষ্ণচন্দ্র দাস, ছেদিলাল।

নৃত্য পরিচালনা : বিনয় ঘোষ।

রূপসজ্জায় : মনতোষ রায়, পরেশ দাস।

সাজসজ্জা : শেখ বেচু, পঞ্চানন দাস, দাশরথি দাস।

কার্য্যনির্ব্বাহে : গোরা গুপ্ত, অনিল চট্টোপাধ্যায়।

সেতার : সুধাংশু কুমার দাশগুপ্ত, নির্ম্মল গুহঠাকুরতা।

সহকারী : নির্ম্মল গুহঠাকুরতা, বিনয় মুখোপাধ্যায়।

যান্ত্রিক প্রয়োগে : দুর্গাদাস মিত্র।

প্রধান ব্যবস্থাপক ও শিল্প উপদেষ্টা :
অজিত কুমার সেন।

কণ্ঠ সঙ্গীত পরিচালনা : হরিপ্রসন্ন দাস।

আবহ সঙ্গীত পরিচালনা : সুধাংশু কুমার দাশগুপ্ত

বীণা ও সুর শৃঙ্গার :
কুমার বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী।

সম্পাদনা :
রাজেন্দ্র চৌধুরী। অমিয় মুখোপাধ্যায়।
অনুপ শিকদার।

সহকারী পরিচালক :
তারাপদ বন্দোপাধ্যায়। নীহার পাকড়াশী।
অমিয় কুমার বসু।

ষ্টুডিও ব্যবস্থাপনায় :
মৃণাল গুহঠাকুরতা। দেবেশ কুমার ঘোষ।
রমেন্দ্র মিত্র।

আলোক সম্পাতে :
প্রভাস ভট্টাচার্য্য। কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
গোর রায় চৌধুরী। রঞ্জিত সিংহ।

শব্দগ্রহণ যন্ত্র : আর, সি, এ, ফটোফোন।
টেক্‌নিশিয়ান্‌স্ ষ্টুডিওস্‌এ নির্ম্মিত।

রসায়নাগার :
বেঙ্গল ফিল্ম্ ল্যাবরেটরিস্ লিমিটেড্।

স্থির চিত্র : টেকনিকা।

চিত্রনাট্য ও সংলাপ : বিপ্রদাস ঠাকুর।

সৌজন্য স্বীকার :
ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়। বিনয় দত্ত।
দি আর্ট সেন্টার অফ্ দি ওরিয়েন্ট।

রূপায়ণে :—

বাণী গঙ্গোপাধ্যায়, জয়শ্রী সেন, গীতশ্রী, সবিতা ভট্টাচার্য্য, মঞ্জুশ্রী, উমা দে, জয়শ্রী কর, বাসন্তী ঘোষ, কমলা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা মুখোপাধ্যায়, নমিতা মুখোপাধ্যায়, মণিকা ঘোষ, লিলি সাহা ও বাণী রায়, মিহির ভট্টাচার্য্য, অজিত বন্দোপাধ্যায়, জীবন গঙ্গোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্ত্তী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, ঋত্বিক ঘটক, বেচু সিংহ, জহর রায়, ফটিক বন্দোপাধ্যায়, গোরাচাঁদ গুপ্ত, নীহার পাকরাশী,ও হাবলু।

পরিচালনা : বিজন কুমার সেন।

একমাত্র পরিবেশক : মল্লিক ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটর্‌স্।

"নরমেধ যজ্ঞ"

(সংক্ষিপ্ত-সার)

চন্দ্রবংশীয় রাজা প্রবল প্রতাপ নহুষ নিজের সৎকর্ম্মের দ্বারা ইন্দ্রত্ব লাভ করেছিলেন। কিন্তু ভাগ্য পরিবর্ত্তনশীল। এই ইন্দ্রত্বের দম্ভই একদিন মহারাজ নহুষের কাল হলো। রাজগুরু মহর্ষি অগস্ত্যের অভিশাপ উল্কাগ্নির সদৃশ বিপ্রদণ্ড নহুষের প্রেতাত্মাকে অনন্ত শূণ্যে তাড়া করে বেড়াতে লাগলো।

উপায়ান্তহীন হয়ে নহুষের প্রেত্মাত্মা-একদিন নারায়ণের পায়ে কেঁদে পড়লেন। নারায়ণের কৃপা হলো। তিনি নহুষের প্রেতাত্মাকে মুক্তির উপায় বলে দিলেন। শোনা মাত্রই প্রেতাত্মা ছুটে গেলেন তার উচ্ছৃঙ্খল বিলাসী পুত্র যুবক রাজা যযাতির নিকটে। প্রেতাত্মা জানালেন, যযাতি যদি রাজগুরু অগস্ত্যের পরামর্শ নিয়ে নরমেধ-যজ্ঞ করেন তবেই নহুষের পক্ষে প্রেতলোক হতে মুক্তি সম্ভব।

বিলাস ব্যসনে আত্মবিস্মৃত যযাতি পিতার প্রেতাত্মার সেই আকুল অনুরোধে অত্যন্ত বিচলিত হলেন। তিনি রাজগুরু মহর্ষিকে ডেকে পরামর্শ নিলেন। কিন্তু নরমেধ-যজ্ঞে বলি স্বরূপ একটি অষ্টমবর্ষীয় ব্রাহ্মণ শিশু আহুতি দিতে হবে জেনে তার মন রাজগুরুর আজ্ঞা অমান্য করতে চাইলো। কিন্তু মহর্ষি অগস্ত্য নানা যুক্তি প্রয়োগ দ্বারা যযাতির অনিচ্ছা সত্ত্বেও যজ্ঞ সুসম্পন্নের চেষ্টা করতে লাগলেন।

সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র বলির জন্য অষ্টমবর্ষীয় ব্রাহ্মণ শিশুর সন্ধান করা হলো। কিন্তু প্রচুর অর্থলোভেও কোন পিতামাতা নিজপুত্র বিক্রয়ে

সম্মত হলো না। উপরন্তু যজ্ঞোপযোগী সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত বালক পাওয়া গেল না। অবশেষে ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি অগস্ত্যই স্বীয় গণণা দ্বারা জানলেন, দরিদ্র ব্রাহ্মণ সিদ্ধার্থের একমাত্র অষ্টমবর্ষীয় পুত্র কুশধ্বজই যজ্ঞার্থে উপযুক্ত এবং রাজমন্ত্রী কৌশিককে সেই বালকের সন্ধানে প্রেরণ করলেন।

কৌশিক অনেক কৌশলে, কুসীদজীবি রত্নদত্তের সহায়তায়, পিতামাতার আপত্তি সত্ত্বেও গোপনে কুশধ্বজকে সংগ্রহ করে রাজধানীতে নিয়ে এলেন।

এদিকে পিতার প্রতি কর্ত্তব্যপালন ও শিশুবলি এই দুই সংশয়ের মধ্যে পড়ে মহারাজা যযাতি অত্যন্ত মানসিক অশান্তিতে দিন কাটাচ্ছিলেন। এই যজ্ঞে একটি নিরীহ শিশুকে বলি দিতে শাস্ত্রবিধি, গুরুর আদেশ ও কর্ত্তব্য সত্ত্বেও মন তার কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না।

মন্ত্রীবর যখন কুশধ্বজকে যযাতির সম্মুখে নিয়ে এলেন, তখন অগ্রপশ্চাৎ সমস্ত বিচার ভুলে গিয়ে তিনি বালকটিকে কেড়ে নিয়ে চলে গেলেন রাজনর্ত্তকী মদালসার বাড়ী। রাজার অনুরোধে মদালসা কুশধ্বজকে নিয়ে পালাতে সম্মত হলো।

কিন্তু রাজার সকল কৌশল ব্যর্থ হলো—মহর্ষি অগস্ত্যের আদেশে কালপুরুষ কুশধ্বজকে মদালসার হাত থেকে ছিনিয়ে আনলো।

কুশধ্বজের পিতামাতা এদিকে পুত্রকে বাঁচাবার জন্য রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করলেন। কিন্তু তাঁরা এসে যখন রাজধানীতে উপস্থিত হলেন তখন যজ্ঞ আরম্ভ হয়ে গেছে। তাঁরা কি তাঁদের প্রাণ সম পুত্রকে যজ্ঞের অনলের লেলিহান শিখা হতে বাঁচাতে পারলেন? নহুষের প্রেতাত্মা কি মুক্তি পেলো? শ্রীবিষ্ণু ভগবানের লীলা, স্বয়ং তিনিই জানেন। তাঁর ইচ্ছা কিভাবে কোথায় ফলে তার নিদর্শন গল্পের শেষে ছবিতে দেখবেন।

(১)

আগর তা তা দধি দম্বা উয়ারে
থুগু থুগু থুগু থুগু থুগু থুগু থা
থুগু থুগু থুগু থুগু থা।
তা তা তা তা।
দৃগি তা দৃগি তা দৃগি ঢোলক বাজত
অঙ্গ ভঙ্গে চলি যায়ত পা।
তা তা তা থৈয়া তা থৈয়া
তা থৈয়া থৈয়া
দৃগি দৃগি দৃগি দৃগি দৃগি দৃগি তা
রতিরণে পণ্ডিতা রঙ্গিনী রঞ্জিতা
ভাবে নাচত মদালসা
থিয়া ইয়া থিয়া ইয়া আ ইয়া আ ইয়া
ঝগমগ ঝগমগ ছন্দালসা
রুনু রুনু রুনু রুনু
ঝুনু ঝুনু ঝুনু ঝুনু
কঙ্কন রণরণি।
ঝম্ ঝম্ ঝামর ঘাঘটি কিঙ্কিনী
কঙ্কন ঝুমুর ধ্বনি।
ডগমগ ডগমগ ডোলে ডারিম্ব ডম্বু
পী পী ফল রসালে।
সঁীচ সিঞ্চ রতি সরস কোমল অতি
রমণী ইহ রস জানে।

(২)

সইলো সই, শোনলো কই
মনের রাজা ওই লো।
জীবন যৌবন দিয়েছি সঁপিয়া
ও বই কার নইলো।
(চেয়ে) দেখ, দেখলো ও সই দেখলো,
এযে আর কিছু চায়লো।
রসিক চেনে রসিক জনে
অরসিকের নাই সে বালাই।
চাঁদ সে কেমন চকোর জানে
রসের নাগর তাইতো রে চায়, চায়লো।
ওমা সরমে মরিয়া যাই লো।
এযে রসের সায়র অতি মনোহর
মন পাখী ধরা ফাঁদলো।
আহা মরি মরি যযাতি কেশরী
মদির লহরী ঝিলিক হানে।
অলসে মজিয়ে নয়ন ফিরায়ে
ঢুলু ঢুলু চাহ কাহার পানে?
পিও পিও!

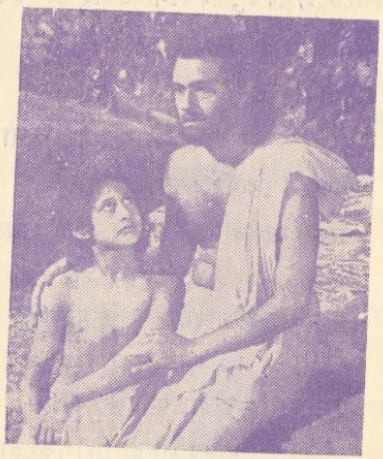

চেয়ে দেখ দেখলো ও সই
মন ভ্রমরার সোহাগ কত !
ওলো ও নয়লো সোহাগ নয় অনুরাগ
লুটেই মধু পালিয়ে যাবে, যাবে লো !
নয়ন ঠারে ঠমকি চাহিয়া
কুসুম অধরে অমিয় মাখিয়া
রঙ্গরসেতে অবগাহিয়া
প্রেমডোরে পিয়ে বাঁধিয়া।
অঞ্চল দল চঞ্চল করি
ধরি বঙ্কিম ঠাম।
হেরগো নাগর কেলী কুঞ্জে
আমরা কুসুম দাম।
ফিরি নেচে নেচে রূপমালা রচে
প্রেম সেজ বুকে পাতিলো।

(৩)

কোথায় হরি কোথায় হরি
দাও হে দেখা কৃপা করি।
আর পারিনে ক্ষিধে ভারি
পেটে আগুণ জ্বলে।
হাত পেতেছি দাও হে অন্ন
ঘুচাও মোদের দুঃখ দৈন্য
অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ
চাও হে কুশী বলে !
মায়ের কাছে নাইকো খাবার
চাইতে গেলে কান্নাই সার
দুদিন ধরে উদর আমার
ভরতি খালি জলে

(৪)

ছাড়ি দেবধাম আসি ধরাধাম
সুন্দর ধরা ভালবাসি,
ভালবাসি মোরা ভালবাসি।
তাই বারে বারে এই ধরাধামে
ফিরে ফিরে আসি। (ভালবাসি)
ভালবাসি মোরা ভালবাসি।
হেথা ফুলের মেলা হাসির খেলা
শিশিরে রৌদ্রে হাসি কান্নায়
দুঃখ সুখের ভেলায় ভাসি'—
ভালবাসি।
হেথা মিলন কাঁদে চোখের জলে দীর্ঘশ্বাসে।
বলে দেয় কানে কানে
কারে ভাল সে বাসে, ভালবাসে,
চোখের জলে দীর্ঘশ্বাসে।
হেথা ঝরাফুলে ঝরা পাতায় পাতায়
মর্ম্মর ধ্বনি করে হায় হায়।
হায় হায় হায়।
বসন্ত তার আগমনী গায়
ফুল্ল কুসুমে ভাসি।

(৫)

কোথা এ সময় ওহে দয়াময়।
একবার এসহে দয়াল হরি দয়াল হরি।
এসহে, এসহে, এসহে করুণা করি,
এস হে।
তুমি অনাথের নাথ।
অবোধ শিশুরে
দাওহে অভয় চরণ তরী।
সমুখে অনল জ্বলিছে ভীষণ,
নিমেষে পুড়িবে আমার জীবন।
দাওহে অভয় চরণতরী।
দয়াল হরি, দয়াল হরি।
এসহে, এসহে—